গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ঢাকা

স্মারক নং-এমএন্ডপিআর/১৭০৫ তারিখ- ০২.০৮.২০১৫ খ্রি.

*মিডিয়া রিলিজ*

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড পুলিশ করেনি
***অধিকার ও বামাকের বক্তব্য বেআইনি ; নিছক নাশকতামূলক প্রচারণা***

ঢাকা, ২ আগস্ট ২০১৫ খ্রি.

'অধিকার' এবং 'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন' (বামাক) এর উদ্ধৃতি দিয়ে কথিত 'বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড' সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ সরাসরি ওই রিপোর্ট প্রত্যাখান করছে। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে তাদের বক্তব্যের। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সংস্থা দুটোর বক্তব্য বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী, যা আইনের শাসন এবং বিচার ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ জানানোর শামিল।

বস্তুত বাংলাদেশ পুলিশ এদেশের মানুষের জীবন এবং সম্পদ রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। এইতো গত জুলাই মাসে কক্সবাজারে একজন ট্যুরিস্ট এর সম্পদ বাঁচাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলো কনস্টেবল পারভেজ। পরদিন মেহেরপুরের চেকপোস্টে খুন করা হলো কনস্টেবল আলাউদ্দিনকে। এভাবে ২০১৪ সালে কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেছে ১০২ জন পুলিশ সদস্য। যারা পুলিশের বা সাধারণ মানুষের প্রাণ হরণ করবে তাদেরকে প্রতিহত করতে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ড় ঘটানোর আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকৃত রয়েছে বাংলাদেশের আইনে। পুলিশ আত্মরক্ষার সেই অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করছে কি-না, অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে কি-না তা অনুসন্ধান করেন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বাধীন নির্বাহী কমিটি। এমনকি সেটা আদালতেও বিচারযোগ্য। আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগে পুলিশের ভূমিকা আইনানুগ কি বে-আইনি; সেটা বলার এখতিয়ার রয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের। জুলাই মাসে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধের কোন ঘটনাকে ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদালত বিচার বহির্ভূত বলেননি। আগ বাড়িয়ে ওই এনজিও দুটো বাংলাদেশ পুলিশের ওপর হত্যাকান্ডের দায়ভার চাপাচ্ছে। যা পুলিশের কাজকে বিতর্কিত করছে; ভাবমূর্তিকে জনসমক্ষে ক্ষুন্ন করেছে। এটা মানহানিকর এবং ফৌজদারি অপরাধের শামিল। আদালতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার অধিকার কোন এনজিওকে দেয়নি এদেশের আইন। তাই ওই বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বলে দুটো এনজিওর বক্তব্য এদেশের আইন এবং আদালতকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শামিল।

স্পেনে যেভাবে নিজ দেশের বির"দ্ধে লেখানোর জন্য পঞ্চম বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিল বাংলাদেশেও সেই অপতৎপরতা লক্ষ্যণীয়। বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট এদেশের আইন-শৃংখলা, বিচার ব্যবস্থাকে বিতর্কিতভাবে পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। এতে বিদেশের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, বিদেশী বিনিয়োগ এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা নাশকতামূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত।

এ ধরনের অপপ্রচার সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য জনগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ ধরনের সংস্থাগুলো পুলিশের বির"দ্ধে অভিযোগ এবং আইনের শাসন সম্পর্কে বিরূপ মন্ড়ব্য করলে- সেটার আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য সচেতন সাংবাদিক মহলকেও অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

(মোঃ নজর"ল ইসলাম)
এআইজি (এমএন্ডপিআর), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
ফোন- ৯৫৮৮০৬৬